কালের কণ্ঠ

তারিখ ০৪ SEP 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

শিক্ষকরা আন্দোলনে অস্থির শিক্ষাঙ্গন

- গ্রেড পুনর্নির্ধারণ ও উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে অশান্ত বিশ্ববিদ্যালয়
- ৩৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ পূর্ণদিবস কর্মবিরতি
- জুলাই থেকে পে স্কেল না পেলে আন্দোলনের ঘোষণা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের
- দাবি আদায়ে মাঠে নেমেছেন প্রাথমিকের শিক্ষকরাও

শরীফুল আলম সুমন ▷

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নানা দাবিতে কয়েক মাস ধরেই আন্দোলন করছেন। প্রথমে আন্দোলনের গণ্ডি সীমাবদ্ধ ছিল মানববন্ধন, স্মারকলিপি ও সমাবেশ পর্যন্ত। এখন তা বড় আকার ধারণ করছে। গ্রেড পুনর্নির্ধারণ ও স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর দাবিতে গত মাসে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সপ্তাহে এক দিন তিন ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালন করেছেন। আজ মঙ্গলবার পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন তাঁরা। উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অচিরতা বিরাজ করছে, বন্ধ রয়েছে ক্লাস-পরীক্ষা। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকরাও পে স্কেলের দাবিতে আন্দোলন করছেন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে জুলাই থেকেই নতুন স্কেল কার্যকর চান তাঁরা। আর আন্দোলনের পর দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদার ঘোষণা পেলেও তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় ফের মাঠে নেমেছেন প্রাথমিকের শিক্ষকরা। ফলে সব পর্যায়ে শিক্ষক আন্দোলনে অস্থির হয়ে উঠেছে দেশের শিক্ষাঙ্গন। আর এতে ব্যাহত হচ্ছে পড়ালেখা। দাবি না মানলে সামনে আরো কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে হুমকি দিয়ে রেখেছেন শিক্ষকরা। তবে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চললেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনো নীরব ভূমিকা পালন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলনের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও (ইউজিসি) এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেয়নি। শিক্ষাবিদরা বলছেন, বছরের শুরুর তিন মাসই ছিল হরতাল-অবরোধ। সে সময় পড়ালেখা হয়নি বললেই চলে। এরপর ছিল বড় দুটি পাবলিক পরীক্ষা। এখন আবার সব পর্যায়ের শিক্ষকদেরই আন্দোলন চলছে, যা শিক্ষার জন্য অশনিসংকেত। শিক্ষকদের সব দাবি পূরণ করা না গেলেও নানাভাবে তাঁদের বোঝানো যায় বা ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু সে চেষ্টাও হচ্ছে না।

প্রস্তাবিত অষ্টম বেতন স্কেলে গ্রেড পুনর্নির্ধারণ ও স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর দাবিতে গত ১৪ মে থেকে আন্দোলন

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

শিক্ষকরা আন্দোলনে, অস্থির শিক্ষাঙ্গন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

করছেন ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। মানবন্ধন, অবস্থান ধর্মঘটের মতো নমনীয় কর্মসূচি শেষে আগস্টে প্রতি রবিবারে তিন ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেন তাঁরা। এই তিন ঘণ্টা বাদে বাকিটা সময় শিক্ষকদের ক্লাসে থাকার কথা থাকলেও বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই ওই দিন ছিল অঘোষিত ছুটি। এর পরও দাবি আদায় না হওয়ায় আজ পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করছেন তাঁরা। আজ কোনো ক্লাস-পরীক্ষা হবে না।

আগামী রবিবার সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। সমাবেশ শেষে প্রধানমন্ত্রী বরাবর সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বাক্ষর-সংবলিত স্মারকলিপি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। এরপর বৃহস্পতিবার প্রধান প্রধান পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন শিক্ষক নেতারা। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এসব কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

ফেডারেশনের মহাসচিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রস্তাবিত বেতন কাঠামোতে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। আমাদের সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের সিনিয়র সচিবের সমান মর্যাদা চেয়েছিলাম। প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো আসলে ২০ ধাপ বলা হলেও তা ২২ ধাপ। ওপরের দুই ধাপকে সবার সঙ্গে আলাদা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। সামনে আরো কঠোর আন্দোলনে যাব। লাগাতার কর্মবিরতিও আসতে পারে।'

উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনেও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বন্ধ রয়েছে ক্লাস-পরীক্ষা। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় অচলাবস্থাই বিরাজ করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় এক বছরের সেশনজট রয়েছে। প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষাক্রম শেষ করা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে। কিন্তু সেটা না ভেবে শিক্ষকদের সব পক্ষই আন্দোলন-পাল্টা আন্দোলনে যাচ্ছে।

গত এপ্রিল থেকেই মূলত শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংকটের শুরু। উপাচার্য ড. আমিনুল হক ভূঁইয়ার অপসারণ দাবিতে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার পর শিক্ষার্থীরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারাও শিক্ষকদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে গত রবিবার পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের একাংশ। একই দিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত ক্যাম্পাসে সব ধরনের সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু অনড় রয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনরত শিক্ষকদের নেতা মো. ফারুক উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের এখন একটাই দাবি, উপাচার্যের পদত্যাগ ও বিচার। আমরা এ জন্য কঠোর কর্মসূচি দিতেও দ্বিধাবোধ করব না। এক দিন কর্মবিরতি পালন করেছি। আগামী কর্মসূচি এর চেয়েও কঠোর হবে।'

এ ছাড়া ময়মনসিংহের ত্রিশালের কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজধানীর শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন চলছে।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতো জুলাই থেকে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর চেয়েছিলেন বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা। গতকাল সোমবার মন্ত্রিপরিষদে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন পে-স্কেল অনুমোদিত হয়েছে। এতে জুলাই থেকেই এমপিভুক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কার্যকরের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, জুলাই থেকে নতুন স্কেল কার্যকরের আগে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অনুপাত এবং প্রতিষ্ঠানের আয় ফেরত দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি করতে হবে। আর তা করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সব প্রক্রিয়া শেষে বকেয়া বেতন দেওয়া হবে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের একটি সংগঠন স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. শাহজাহান আলম সাজু কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস, সরকারের প্রজ্ঞাপনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিষয়টাও থাকবে। এ জন্য আমরা প্রজ্ঞাপন পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সেখানে না থাকলে আন্দোলন-সংগ্রামে যে পর্যায়ে যাওয়া লাগে তাতে আমরা যাব। ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন মৌন কর্মসূচি পালন করেছি। তবে প্রজ্ঞাপনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা না থাকলে আন্দোলন অনেক কঠিন হবে।'

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আরেক সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবুল বাশার কালের কণ্ঠকে বলেন, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাতে গোনা। বেসরকারি শিক্ষকরাই শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। কিন্তু আমরাই সবচেয়ে অবহেলিত। আমরা ইতিমধ্যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। পরবর্তীতে কর্মসূচি আরো কঠোর হবে।'

আন্দোলনে পিছিয়ে নেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও। কয়েক বছর আন্দোলনের পর গত বছর সরকারি প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল করা হয়েছে ছয় হাজার ৪০০ টাকা। আর সহকারী শিক্ষকদের করা হয়েছে পাঁচ হাজার ২০০ টাকা। কিন্তু সহকারী শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে (৫,৯০০) বেতন চান। তাই তাঁদের বেতন উন্নীত হলেও তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরাও এখন দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা চান। আবার গত বছরের মার্চে প্রাথমিকের শিক্ষকদের বেতন স্কেল ও পদমর্যাদা উন্নীতের এ ঘোষণা এলেও তা এখনো কার্যকর হয়নি। আবার শিক্ষকদের নানা আন্দোলনের মুখে গত ১২ আগস্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আপাতত নন-গেজেটেড পদমর্যাদার বিবেচনায় বেতন উত্তোলনের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হিসাবরক্ষণ অফিসকে নির্দেশনা দেয়। কিন্তু হিসাবরক্ষণ অফিস অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেই বলে এখনো তা বাস্তবায়ন করছে না। ফলে শিক্ষকরাও রয়েছেন আন্দোলনের মাঠে।

এসব বিষয়ে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সিনিয়র সহসভাপতি জুলফিকর আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ঘোষণার দেড় বছর পর প্রজ্ঞাপন হলেও আমাদের গেজেটেড পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আবার নন-গেজেটেড হিসেবে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা তাও দেওয়া হচ্ছে না। এতে আমরা শিক্ষকরা হতাশ।'

এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের সরকারীকরণকৃত বিদ্যালয়সমূহের গেজেট প্রকাশ, জরাজীর্ণ ভবন সংস্কার, নতুন ভবন নির্মাণসহ ১০ দফা দাবিতে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আরেক সংগঠন প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদ। তারা ১ অক্টোবর থেকে ইউএনওর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন এবং ১ নভেম্বর থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে দুই ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস কালের কণ্ঠকে বলেন, 'হিসাবরক্ষণ অফিসে ব্যাপারটা পরিষ্কার ছিল না, তাই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি। এখন তো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আর প্রধান শিক্ষকদের আমরা চেয়েছিলাম গেজেটেড করতে; কিন্তু জনপ্রশাসন সম্মতি দেয়নি। তাই নন-গেজেটেড করা হয়েছে। আমরা সব সময় শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা দিতে চাই। এ জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন নেই।'